টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্শন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

Registered
No. C. 853

জঙ্গীপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত
(দাদাঠাকুর)

আধুনিক
ডিজাইনের
= বিয়ের =
কার্ড
পণ্ডিত-প্রেসে পাবেন।

৫৭শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ— ২৩শে ভাদ্র বুধবার, ১৩৭৭ ইং 9th Sept. 1970 | ১৭শ সংখ্যা

সকল ঘরের তরে...
দীপ্তি লণ্ঠন
ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা
কেরোসিন কুকার

দি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাস্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ

আবশ্যক

শ্রীকান্তবাটী পশম শিল্পী সমবায় শিক্ষানিকেতনের জন্য ডেপুটেশনে একজন বি-এ উত্তীর্ণ ও শিক্ষণ-প্রাপ্ত শিক্ষক বা শিক্ষিকা চাই। সত্বর আবেদন করুন।

সেক্রেটারী, শ্রীকান্তবাটী পশম শিল্পী সমবায় শিক্ষানিকেতন, সাং গোপালনগর পোঃ রঘুনাথগঞ্জ।

স্টুডেন্টস্ ফেভারিট

স্কুল, কলেজ ও পাঠাগারের
মনের মত ভাল বই
সবচেয়ে সুবিধায় কিনুন।
STUDENTS' FAVOURITE
Phone—R.G.G. 44.

মানুষ হাকিম করলে বিচার ;
তারে দিলে খুব ফাঁকি।
উপরে যে হাকিম আছে
ঠকা'তে তায় পারবে কি ?
—দাদাঠাকুর

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৩শে ভাদ্র বুধবার সন ১৩৭৭ সাল।

॥ বৃষ্টির অনাসৃষ্টি ॥

আজকাল 'লাগাতার' শব্দটির বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। নিরবচ্ছিন্ন অর্থেই ইহাকে ব্যবহার করা হয়। এই রাজ্যে রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনার ফলশ্রুতি হিসাবে 'লাগাতার' শব্দটি বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের কর্মক্ষেত্রকে প্রভাবিত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। অবশ্য আগেও ইহা দেখা গিয়াছে। কিন্তু 'দ্যুলোকের দূর পন্থে' যাঁহারা বিচরণ করেন, তাঁহারাও ইহার প্রভাব কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই।

গত সপ্তাহে সারা পশ্চিমবঙ্গে যে বর্ষণ-তাণ্ডব হইয়া গেল, তাহাতেই এই কথার প্রমাণ হয়। কয়েকদিনের অবিশ্রান্ত ধারাসার মানুষকে দুঃখ-দুর্দশার চরম সীমায় আনিয়া দিয়াছে। বৃষ্টি সৃষ্টির দূত। তাহার দ্বারা ধরণীর বুক নূতন সম্পদে ভরিয়া উঠে। কিন্তু ইহার মাত্রাধিক্য সময়ে সময়ে গড়িয়া তোলে ইতিহাস। স্মরণকালের মধ্যে বৃষ্টিতে মানুষকে এমনভাবে জলবন্দী হইতে দেখা যায় নি। বন্যা হইয়াছে ; নদীর জলস্ফীতি গ্রাম-শহর গ্রাস করিয়াছে, আর্ত মানুষের সৃষ্টি করিয়াছে, জীবন ধারণের সম্বল কাড়িয়া লইয়াছে, অনেক প্রাণের অকাল সমাপ্তি ঘটাইয়াছে। জলপাইগুড়িতে তিস্তার ধ্বংসলীলার চিত্র মনে এখনও সুতীব্র বেদনা জাগাইয়া রাখিয়াছে। কিন্তু মাথার উপর অবিরাম বর্ষণ গত সপ্তাহে যে দুর্গতি ও দুর্দশার সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার একটা অভিনবত্ব আছে বৈকি।

কি শহরাঞ্চল, কি মফঃস্বল—সর্বত্র মানুষের অশেষ দুঃখ বাংলার প্রাণকেন্দ্র কলিকাতা আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়া আপন অস্তিত্বের গ্লানি অনুভব করিয়াছিল। রাস্তায় রাস্তায় নৌকা চলাচল করিয়া বিপন্নদের উদ্ধারকার্য চালাইয়াছে। 'আমরা ডুবছি, আমাদের বাঁচান'—টেলিফোনে বারংবার শুনা গিয়াছে। বাড়ীঘর ছাড়িয়া শুধু একটুকু ঠাঁই ভিক্ষার জন্য মানুষ কত না আবেদন করিয়াছে। অসুস্থ শিশুকে স্কন্ধে বহন করিয়া তাহাকে একটু নিরাপদ আশ্রয়ে রাখার কী অসীম ব্যাকুলতা! ইহার উপর আবার বরুণদেবের পাশ বুঝি আরও শিথিল হইয়া গেল। চারিদিক আঁধার-করা বৃষ্টিতে অসহায় মানুষের সকাতর ফরিয়াদ ঊর্দ্ধলোকে পৌঁছিল না। লক্ষ লক্ষ মানুষের চরম বিপর্যয়েও নিষ্করুণ দেবতার হৃদয় পাষাণ হইয়া রহিল।

এই অতিবৃষ্টি জনিত বন্যার রঙ্গ আজ বিভিন্ন জেলার নানা গ্রামে দেখা গিয়াছে। জলমগ্ন ঘর-বাড়ী, পুকুর-বাগান, মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া লাগান ফসল ঘরে উঠিতে পাইল না। পাকাধান ক্ষেতে ও খামারে পচিল, আমন ধান জলের তলায় প্রাণসম্পদ খোয়াইয়াছে। চাষীর শুধু দীর্ঘশ্বাস সম্বল, আর সরকারী করুণার টেষ্ট রিলিফ। দুই মুষ্টি সংগ্রহ করা ইহাতে কতটুকু সম্ভব ?

তাহা ছাড়া আরও উপসর্গ দেখা দিবে। রোগ ও মৃত্যু। মৃত্যুর পরোয়ানা ত আজ যত্রতত্র! প্রকাশ্য রাজপথে সম্পূর্ণ অনবহিত পথচারী বোমা-ছুরিকায় প্রায় প্রতিদিনই মৃত্যু বরণ করিতেছে। তাহার উপরে এই অতিবর্ষণ ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাসমূহে খাদ্যাভাব ও নানা উৎকট ব্যাধির দ্বারা মহাপ্রস্থানের বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিবে। দিনকয়েক পর হইতে তাহার সূচনা দেখা দিবে।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের উপর কাহারও হাত নাই। ইহা নাকি ঈশ্বরের রোষপ্রকাশ। তাই অতীতের বিস্মৃত দিনগুলিতে এক একটি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ভীতি-বিহ্বল মানুষ ঈশ্বর ও ধর্মের সন্ধান করিতে চাহিয়াছিল ; বিশেষ বিশেষ নৈসর্গিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে খুঁজিল এক কাল্পনিক মহাশক্তিধরকে আর তাই আপন শক্তি অতিরেক জ্ঞানে তাহাকে প্রসন্ন করিতে প্রয়াসী হইল। কার্য ও কারণের মূলানুসন্ধানের ততখানি অবকাশ সেদিন ছিল না। এই অব্যাহত ঐতিহ্যকে আজও লালন করিয়া আমরা এক এক বিপৎপাতকে দেবতার রুদ্ররোষ বলিয়া থাকি। সে যাহাই হউক, গত সপ্তাহের ঐতিহাসিক বর্ষণ রাজ্যের নানা অংশে যে ক্ষয়ক্ষতি আনিয়া দিয়াছে, তাহার জন্য সরকারী তরফের তৎপরতা আরও বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

—

মোটর বাস কর্ম্মী প্রহৃত

দিন কয়েক পূর্ব্বে রঘুনাথগঞ্জ—মুরারই রুটের 'জয়-মা' মোটরবাসের অপ্রাপ্ত বয়স্ক কর্ম্মী নিমাইকে বাড়ালা রামদাস সেন উচ্চতর মাধ্যমিক সর্ব্বার্থসাধক বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসের কয়েকজন ছাত্র জিনিসের ভাড়া দাবি করার জন্য নির্ম্মমভাবে প্রহার করে। বাসকর্ত্তৃপক্ষ রঘুনাথগঞ্জ থানায় অভিযোগ করিলে পুলিশ ঘটনাস্থলে গমন করিয়া পাঁচ জন ছাত্রকে গ্রেপ্তার করে এবং ঐদিন বৈকালে বিদ্যালয়ের সম্পাদক মহাশয় উহাদের জামিন হওয়ায় উহাদিগকে ছাড়িয়া দেয়। ঘটনাটির তদন্ত চলিতেছে।

শিক্ষক দিবস

গত ৫ই সেপ্টেম্বর শনিবার বৈকাল ৬ ঘটিকায় রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেঞ্জী হলে দশম বার্ষিক শিক্ষক দিবস অনুষ্ঠিত হয়। জঙ্গিপুরের মহকুমা-শাসক শ্রীমানিক-লাল ব্রহ্মচারী মহাশয় সভাপতির ও জঙ্গিপুর মহা-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীসচ্চিদানন্দ ধর মহাশয় প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন।

সভা আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বে বৈকাল ৪-৩০ ঘটিকায় মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষকদের মধ্যে ম্যাকেঞ্জী মাঠে এক প্রীতি ফুটবল খেলা হয়। খেলায় প্রাথমিক শিক্ষকগণ জয়লাভ করিয়া 'রাধাকৃষ্ণ কাপ' ও মাধ্যমিক শিক্ষকগণ 'জাকির হোসেন কাপ' লাভ করেন।

এই মহকুমার তিনজন শিক্ষককে "আদর্শ শিক্ষক" রূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয় ও মানপত্র দেওয়া হয়। তাঁরা হলেন জঙ্গিপুর মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীক্ষিতিরঞ্জন মজুমদার, বাড়ালা রামদাস সেন উচ্চতর মাধ্যমিক (বহুমুখী) বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক শ্রীপার্ব্বতীচরণ চক্রবর্ত্তী ও প্রাথমিক শিক্ষক শ্রীজগদীশচন্দ্র পাণ্ডে।

কেবল বৃষ্টি আর বৃষ্টি

গত কয়েকদিন যাবৎ এক নাগাড়ে বৃষ্টি হয়ে চলেছে। বৃষ্টির শেষ নাই। এখন শরৎ কাল আকাশ হবে মেঘমুক্ত। কিন্তু সব সময় মেঘাচ্ছন্ন। অবিরাম বৃষ্টির ফলে জঙ্গিপুর মহকুমার নানা স্থানের মানুষের প্রভূত ক্ষতি হয়েছে। কত মানুষের ঘরের মাটীর দেওয়াল পড়ে গিয়েছে। তারা হয়েছে গৃহহারা। কত জনের আশার প্রদীপ গেছে নিভিয়ে। এই প্রবল বৃষ্টিপাত এবং সাইক্লোনিক আবহাওয়া আউস, আমন ধান এবং পাটের প্রচুর ক্ষতি করবে। একদিকে যেমন ঝড়ো বাতাস এবং অতিবৃষ্টিতে নীচু জমির ফসলের ক্ষতি করবে তেমনি রাঢ়াঞ্চলের বহু ডাঙ্গা জমির ফসলের অনেক উপকারও করবে।

কুশাঙ্কুরের কালি-কলম

‘কোথায় যাচ্ছ বৃষ্টি মাথায় করে?’

‘আর ব’লো না। ছেলেটা ক’য়েকদিন হতে অসুখ। বেশ বাড়াবাড়ি। গাঁয়ের ডাক্তার জবাব দিয়েছে। ব’লেছে হাসপাতালে নিয়ে যেতে। যাচ্ছি হাই রোডে। বাস ধরতে।’

বর্ষাকাল। গ্রামের রাস্তা কর্দ্দমাক্ত। গরু-গাড়ী অচল। তাছাড়া রমনা থেকে রঘুনাথগঞ্জ বেশ দূর এখন। তাই মাইল দেড়েক দূরে হাই রোডে আসতে হয় জনপদ বাসীদের। অন্ততঃ বিপদের দিনে। বাস ধরতে। হাসপাতালের যাওয়ার বাস ধরতে। সঙ্গে মুমূর্ষু রোগী। কিন্তু হায়! বেচারা ভদ্রলোক। বাস ষ্ট্যাণ্ডে এলেন। হা হতোস্মি! বসে বসে সারা বেলা কাটালেন, বাস এলো না। ঘরে ফিরতেও পারছেন না। যদি আসে বাস। রোজই তো আসতো। আর একটু দেখি যদি আসে।

রোগীর কাতরতা আর সহযাত্রীর তীব্র প্রতীক্ষা। কোনটার কিছু ব্যবস্থা হ’লো না মধ্যে পথে। বাস এলো না। আবার হও রওনা, চলো রমনা। বাস তো রোজ যায়—তবে কেন এলো না? কী করে জানবে গ্রামের মানুষ বাসের ধর্মঘট। ধর্মঘটের ঘটা তো দেশজুড়ে। আবার বাসেরও! কে জানে কী হ’লো রোগীটার! বাস পেলে হয়তো শহরের বড় হাসপাতালে অন্ততঃ শেষ চিকিৎসা করাতে পারতো! কিন্তু হ’লো কৈ? এমনি বিপদ কত শত মানুষের, কত কত জানপদ-বর্গের। তা’রা জানে রোজ বাস চলে। কিন্তু রোজ তারা গঞ্জ শহরে আসে না। আসার প্রয়োজন হয় না। পয়সা খরচ করে অন্ততঃ গ্রামের নিরীহ মানুষ বাসে চাপতে আসে না। বিপদে পড়ে আসতে হয় শহরে, বাধ্য হয়ে। দুরন্ত বাদল, অভদ্র বর্ষায়। কারও আসতে হয় চাকরী করতে, কারও আসতে হয় আইন ও আদালতে। এমনি কত কাজ পড়ে তাদের। তাই তাদের বাসে আসা যাওয়া সৌখিন ভ্রমণ নয়। নিত্যই যেখানে গ্রামের মানুষের শহরের সঙ্গে যোগ রাখতে হয় সেখানে হঠাৎ বাস ধর্মঘট হলে গ্রামের মানুষেরা কি রকম বিপন্ন বোধ করেন? তা’ তারাই জানেন।

কিন্তু ভেবে দেখুন সেই সমস্ত ট্রেণ যাত্রীদের কথা। যারা রাত্রির ট্রেণে ফিরছেন দূরদূরান্তর হ’তে। ষ্টেশনে এসে ট্রেণ হতে নেমে দেখছেন ‘বাস নাই’। তাঁদের অবস্থা কী রকম? তাঁরা তো জানেন না ধর্মঘটের কথা। জানলে হয়তো আসতেন না বা অন্য কোন পথ দিয়ে আসতেন। কিন্তু যারা এসেছেন তাদের এই দুর্দ্দশার জন্য দায়ী কী তারাই? জনগণের যাতায়াতের সুবিধার জন্য যদি যানবাহন হয় তবে এমনিভাবে ধর্মঘট করে শত শত মানুষের বিপন্ন অবস্থা সৃষ্টি করা কী জনগণের স্বার্থে-ই?

কলেরার প্রকোপ

রঘুনাথগঞ্জ থানার মণ্ডলপুর ও আইলের উপর গ্রামে ব্যাপকভাবে কলেরা আরম্ভ হইয়াছে। মণ্ডলপুর গ্রামে আটজন লোকের মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। স্বাস্থ্য বিভাগ হইতে কলেরার প্রতিষেধক ইনজেকসন দেওয়া হইতেছে।

নোটিশ

দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের অর্ডার ১ রুল ৮

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

১২৫/৭০ অন্য

বাদী—অনুপনগর গ্রামবাসী মুসলমান সম্প্রদায় পক্ষে সেখ রমজান আলি সাং লক্ষ্মীনগর ডিঃ সমসেরগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ

বনাম

বিবাদী—পশ্চিমবঙ্গ সরকার

এতদ্দ্বারা থানা সমসেরগঞ্জের অধীন অনুপনগর গ্রামের মুসলমান সম্প্রদায়কে জানান যায় যে উক্ত সমসেরগঞ্জ থানার অধীন মৌজে অনুপনগর মধ্যে ১৬২২, ৬৫২, ৭৩, ১৩, ৩, ১১, ৬৯২, ৬৯৬, ২২৬৮, ৩০৮৩, ২১৭০, ৩০২৩ খতিয়ানভুক্ত জমি-সমূহ কবরস্থান হইতেছে। ইহাতে অনুপনগর গ্রামবাসী মুসলমানগণ বহুদিন হইতে মৃত কবর দিয়া আসিতে থাকা অবস্থায় ইহা গঙ্গা সিকস্তি হইয়া যায়। বর্ত্তমান Revisional settlement এ ইহা কবর স্থান বলিয়া Record না করিয়া ইহা সিকস্তি ভূমি বলিয়া Record করিয়াছে। গত C. S. এ ইহা কবর স্থান বলিয়া Record ছিল। উক্ত R/S Record ভুল হইতেছে। এক্ষণে বাদী অনুপনগর গ্রামবাসী মুসলমান সম্প্রদায় পক্ষে Order 1 Rule 8 মতে স্বত্ব সাব্যস্তে R/S Record ভ্রমাত্মক গণ্যে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার ডিক্রী জন্য মোকর্দ্দমা করিয়াছে। যদি কাহারও উক্ত মোকর্দ্দমায় বাদী কি বিবাদী শ্রেণীভুক্ত হইবার ইচ্ছা থাকে তবে ২৫।৯।৭০ তাং মধ্যে আদালতে দরখাস্ত দিতে পারেন। অদ্য সন ১৯৭০ সালের ৩৯ তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত মতে দেওয়া গেল।

By order

Sd/- S. K. Sarkar, Sheristadar,

2nd Munsif's Court, Jangipur

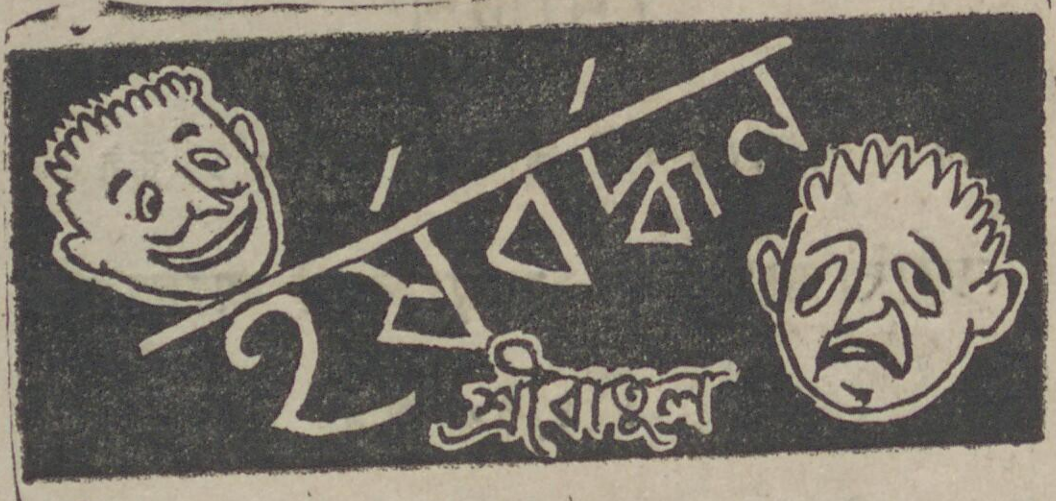

রাজন্য ভাতা বিলোপ প্রসঙ্গে প্রধান মন্ত্রী রাজ্য-সভায় বলেন যে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন অনিবার্য।

—ঠিক কথা। তাই ত কংগ্রেসের আদি ও নব।

* * *

গত সপ্তাহের বৃষ্টি-বন্যার জন্যে ত্রাণ কাজে যত টাকা লাগে খরচ করবেন বলে জানান রাজ্য-মুখ্য-উপদেষ্টা।

চেষ্টাটা হচ্ছে ত?

* * *

'বোমার আতঙ্কে প্রধান মন্ত্রীর বিমানের প্রত্যাবর্তন'—সংবাদের শিরোনাম।

এই বোম্বফোবিয়া আজ কাল অনেকেরই।

* * *

নিখিল ভারত সদারঙ সঙ্গীত সম্মেলনের বিজ্ঞাপন দেখে কাতুখুড়ো বললেন—

এই বৃষ্টি-বানে লোকে মরতে বসেছে, আর ওধারে লেগেছে সদাই রঙ-তামাসা!

* * *

পায়ে বেঁধে অপরের 'রা' অর্থাৎ কথা নিয়ে যায় কে?

—কেন? পায়রা!

* * *

ডি ভি সির জল ছাড়া হয়েছে বলেই আরাম-বাগের দুর্দশা।—সেচ দপ্তরের খবর।

এ যে আরেক (ভিনি-ভি) ডি ভিসি! আরামবাগের আরাম গেল। ওখানকার গান্ধী কোথায়?

* * *

আবহাওয়া অফিস সম্পর্কে আপনার ধারণা?

—খুব উঁচু, আবহাওয়ার প্রকৃত চিত্র গায়েব করেন বলে!

মোটর-বাস ধর্ম্মঘট

৯ই সেপ্টেম্বর হইতে রঘুনাথগঞ্জ-ফরাক্কা, রঘুনাথগঞ্জ-মুরারই, রঘুনাথগঞ্জ-মোড়গ্রাম, রঘুনাথগঞ্জ-বহরমপুর ও রঘুনাথগঞ্জ-সাগরদীঘি প্রভৃতি বাস রুটে মোটরবাস চলাচল বন্ধ করা হইয়াছে। কর্ম্মীগণের দাবী—যাত্রীরা নিজেদের খেয়াল খুসীমত যেখানে সেখানে বাস থামাতে বাধ্য করে এবং না থামালে মারধর করে। কর্ম্মীদের কোন নিরাপত্তার ব্যবস্থা না থাকায় এই ধর্ম্মঘটের মূল কারণ।

আত্মহত্যা

জঙ্গিপুর মহকুমা-শাসক অফিসের পিয়ন যুগল কিশোর পাল বহরমপুর বাসায় আত্মহত্যা করে। পারিবারিক অশান্তিই তাহার মৃত্যুর কারণ। খবর পাইয়া জঙ্গিপুর মহকুমা-শাসক অফিসের কর্ম্মীবৃন্দ এক শোকসভায় মিলিত হইয়া সকলে ১ মিনিটকাল মৌনাবলম্বন করেন। মাননীয় মহকুমা শাসক মহাশয় উক্ত সভায় পৌরোহিত্য করেন। সভার পর অফিস বন্ধ হইয়া যায়।

পরলোকে

ডাঃ রবীন্দ্রনাথ রায়

গত ১লা সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার মধ্যরাত্রে বহরমপুরের লব্ধপ্রতিষ্ঠ সুচিকিৎসক ডাঃ রবীন্দ্রনাথ রায় নিজ বাসভবনে করোনারী থ্রম্বসিস রোগে ৬৫ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি মিষ্টভাষী, পরোপকারী, সদালাপী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি প্রত্যেকটী জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁহার অভাব পূরণ হইবার নহে। তিনি বিধবা স্ত্রী, এক পুত্র ও চারি কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গের শোকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়া পরলোকগত আত্মার চিরশান্তি কামনা করিতেছি। রঘুনাথগঞ্জের অন্যতম চিকিৎসক ডাঃ জিতেন্দ্রনাথ রায় মাহাশয় তাঁহার সহোদর।

বিভ্রান্ত শিক্ষাগুরুর কর্তব্য

চারিদিকে ঘনঘোর তর্জন গর্জন
আতঙ্কিত গুরুকুল নিহারি তাণ্ডব।
ঐ বুঝি আসে কারা ঝাণ্ডা উড়াইয়া
ইন্‌ক্লাব্ জিন্দাবাদ মুখে শুধু রব॥ ১

বিদ্যাদাত্রী বীণাপাণি ত্যজি বিদ্যাপীঠ
গিয়াছেন চলি যথা দেব প্রজাপতি।
বিরাজিত মসীলিপ্ত রিক্ত এ মন্দির
প্রেতাত্মার পঞ্চভূতে করিছে আরতি॥ ২

বীরেন্দ্র প্রসূতি-বঙ্গ রঙ্গে আত্মহারা
শিষ্যগণ হিতাহিত করি বিসর্জন।
ছাড়ি ছত্র আবরণ গুরু রক্ষা ব্রত
বোমা বাজি পট্‌কা মারি করিছে তাড়ন॥ ৩

কে আছ আর্ত্তের ত্রাতা শিক্ষক দিবসে
রাবণারি রূপ ধরি হও আবির্ভাব।
শান্ত করি রক্ষ কুলে শান্তি মন্ত্র দানি
প্রতিষ্ঠিত কর পুনঃ সত্যের প্রভাব॥ ৪

শিক্ষক দিবস! হায়—শিক্ষক দিবস!
ক্ষীণ কণ্ঠে ভেসে আসে জীর্ণ ধরা মাঝে।
স্মরিতে শিক্ষক কুলে শিক্ষক দিবস
রুক্ষ কী মূরতি হেরি বিভীষিকা সাজে॥ ৫

সজ্জিত চৌদিকে বেরি পুষ্পের স্তবক
ধূপবাসে বিমোহিত সবাকার মন।
তাৎপর্য্য বণিতে কেহ নহেক কাতর
রাশি রাশি ভাসি উঠে কত না রতন॥ ৬

তাহে কী মিলিবে শান্তি লভিবে সান্ত্বনা?
মাসান্তে না মিলে যদি শ্রীগুরু দক্ষিণা?
উদরে বঞ্চিতে সাধ্য আছে কী কাহারো?
বাক্যজালে ক'রোনাকো আত্ম প্রবঞ্চনা॥ ৭

ধর্মের নাহিক লেশ ধর্মনাশা যত
ধর্মঘট ভান করি কর্মনষ্ট করে।
পথভ্রষ্ট ধর্ম্মভ্রষ্ট ভ্রষ্ট তারা সবে
গর্ভে ধরি মাতৃগণও অশ্রু আজি ঝরে॥ ৮

শিক্ষাগুরু ব্রত নহে সহজ সাধন।
বিরতি কী মিলে কভু শিক্ষক জীবনে?
চিন্তহ অন্তরে সবে বিরতি কাহার?
প্রবঞ্চিত হবে নাকি প্রিয় শিষ্য ধনে? ৯

সর্বসুখ পরিহরি পূর্ব সূরীগণ
বিতরেণ শিষ্যগুণে জ্ঞানের ভাণ্ডার।
তাঁদেরি সন্ততি মোরা সেই ব্রত ধরি
কেন না গোষ্পদভাণ্ড করিব উজার? ১০

উপসংহারে—শ্রীগুরুবন্দনা

আরম্ভেতে আড়ম্বরী অন্তে গুরু স্তুতি করি
গুরু পদে জানাই প্রণতি।
গুরুর আদেশ মানি তাঁর দত্ত এই বাণী
ক্ষমহ বিদগ্ধ গুণমণি॥ ১

মনেতে জাগিল আশা কাব্য রসে মোর ভাষা
সিঞ্চন করিতে কবিগণে।
ইথে দোষগুণ যাহা বিভাগ হইবে তাহা
দোষ মোর, গুণ-শ্রীচরণে॥ ২

—শ্রীনিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, শিক্ষক
রঘুনাথগঞ্জ উচ্চতর বালিকা বিদ্যালয়।

সঙ্কলন ঃ

রাজ্য সরকারের কো-অর্ডিনেশন-পন্থী সরকারী কর্মচারীদের এ ধর্মঘট কোনদিনই সরকারী কর্মচারীদের সুখসুবিধার জন্য নয়, মূলতঃ তা রাজনৈতিক। সি, পি, এম যে স্বার্থে দুর্গাপুর ষ্টীল প্ল্যান্টের কর্মীদের বলি দেবার ব্যবস্থা করেছিল, যে স্বার্থে তারা তাদের পোষ্যপুত্র নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতিকে দিয়ে শিক্ষকদের সপ্তাহব্যাপী কর্মবিরতির আহ্বান দিয়েছে, সেই স্বার্থেই সরকারী কর্মচারীদের কো-অর্ডিনেশন কমিটির তাঁবেদার নেতাদের দিয়েও তারা সরকারী কর্মচারীগণ দুর্গাপুরের ষ্টীল প্ল্যান্টের কর্মীদের মতোই সি, পি, এমএর এই চক্রান্ত ব্যর্থ করতে এগিয়ে আসবেন।

—জনবাণী

সি, পি, এম, বাংলাদেশের উপর কার প্রভাব অর্থাৎ কার প্রজা সংখ্যা বেশী তার পরীক্ষাতে নেমেছেন। তারা ভাবছেন যে একছত্র অধিনায়ক হবেন! কিন্তু কিসের উপর দাঁড়িয়ে এই উর্বর (?) চিন্তা। কি অধিকার আছে তাদের যে তাদের আখের গুছানোর জন্য বাস্তব জীবনের সঙ্গে যারা বাঁচবার জন্য লড়াই করছেন তাদেরকে মৃত্যুর (?) মুখে ঠেলে দেওয়ার। আজ দুর্গাপুরে যে ছাঁটাই চলছে তার কি প্রতিকার করবেন এঁরা! সরকারী কর্ম্মচারীরা 'ভিক্‌টিমাইজ' হলে কি রক্ষাকবচ দেবেন যারা ধর্মঘটের মাতব্বর ছিলেন? দুটো ধর্মঘটের কারণ খুব ভাল করে অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে মূল দাবী কিছুই না, কেবল এই সি, পি, এম, গোষ্ঠীর রাজনৈতিক দাবী তাদের বক্তব্য! ফলে আজ এই শোচনীয় ব্যর্থতা বরণে বাধ্য হলেন দুর্গাপুরের কর্ম্মীরা এবং সরকারী কর্ম্মচারীরা!

—মুর্শিদাবাদ পত্রিকা

……… কেবল সুদীর্ঘ এবং কঠিন শ্রমের মধ্যে দিয়েই লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন গড়ে তোলা যেতে পারে। বেশি সংখ্যক লোকের জন্য চাকরি এবং দেশের সম্পদ বাড়ানোর জন্য বাংলাদেশের বড় ও ছোট কলকারখানাগুলিকে বিনা বাধায় কাজ করতে দিতে হবে। অর্থনীতির সম্প্রসারণের মধ্য দিয়েই বেকার সমস্যা সমাধান হতে পারে। শিল্পের প্রসার এবং অর্থনীতির অগ্রগতির পথকে যে-কোনভাবে বাধা দেওয়ার অর্থই হচ্ছে দেশের যুবসমাজের ক্ষতি করা, বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ প্রগতির পথ বন্ধ করা। বাংলাদেশ এবং ভারতবর্ষ যে বিপ্লবের স্বপ্ন দেখেছিল, সে বিপ্লব ছিল—চিন্তার বিপ্লব, উৎকর্ষ, দক্ষতা ও কর্মকুশলতার বিপ্লব। আমাদের দেশে আমাদের নিজস্ব সৃজন ক্ষমতা দিয়েই আমাদের দেশের পরিবর্তন আনতে হবে। হিংসাকে সম্বল করে এবং আইন শৃঙ্খলাকে পায়ে মাড়িয়ে এই পরিবর্তন আনা যাবে না। শৃঙ্খলা, সদিচ্ছা ও শান্তিপূর্ণ পথে এই পরিবর্তন আনতে হবে। সব সময়েই আমাদের মনে রাখতে হবে সমস্ত রাজনীতিক দলের উপরে দেশের জনগণ। অফিসে খেটে খাওয়া মানুষ, সুন্দর তরুণী, সুন্দর সুন্দর শিশু, প্রাণোদ্দীপ্ত তরুণ, সদাসতর্কময় বুদ্ধিজীবী এবং সমস্ত আন্দোলনের মেরুদণ্ড বিশেষ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়—এরাই হচ্ছেন আমাদের জনগণ। আমাদের নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এই জনগণের স্বার্থকে বিপন্ন করা উচিত নয়। তাঁদের এই চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যগুলি বর্তমানের অসুবিধাগুলিকে কাটিয়ে উঠবার কাজে লাগাতে হবে। পথ বিপদসঙ্কুল; কিন্তু আমরা যদি ঐক্যবদ্ধ হই, এবং বাংলার অমর ঐতিহ্যের দ্বারা চালিত হই তবে সফল আমরা হবই।

—ইন্দিরা গান্ধী।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার জেলা তথ্য মুর্শিদাবাদ—২৭

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস • কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-84.B

ডাবর আমলা কেশ তৈল

কেশ সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে ও ঘন কৃষ্ণ কেশোদগমে সহায়তা করে।

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও
সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।
এজেন্ট—শ্রীননীগোপাল সেন, কবিরাজ
অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলিঃ

সেলস অফিস ও শোরুম
৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৫
ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

আর পি. ওয়াচ কোং

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ — জেলা মুর্শিদাবাদ।

ছোট বড় যে কোন ঘড়ি, দেওয়াল ঘড়ি ও হাতঘড়ি সুলভে নির্ভরযোগ্য মেরামতের জন্য আর. পি. ওয়াচ কোং র দোকানে পাঠিয়ে দিন। বিনীত—শ্রীশঙ্করপ্রসাদ ভকত

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ও তৈলাদির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

রজশশী আয়ুর্ব্বেদ ভবনের

পামারি

চুলকুনি ও সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগের অব্যর্থ মহৌষধ

কবিরাজ শ্রীরোহিণীকুমার রায়, বি-এ, কবিরত্ন, বৈদ্যশেখর
রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য সডাক ৪.০০ চারি টাকা, শহরে ৩.০০ তিন টাকা, প্রতি সংখ্যা দশ পয়সা।

বিজ্ঞাপনের হার:—প্রতিবার প্রতি লাইন ৭৫ পয়সা। প্রতিবার প্রতি সেন্টিমিটার ১.৫০ এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা, পূর্ণ পৃষ্ঠা ৮০.০০ টাকা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৪৫.০০ টাকা, সিকি পৃষ্ঠা ২৫.০০ টাকা। চারি টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)